আমার চেনা এক দ্যুতিময় বিচারপতি

বিচারপতি মোঃ আশফাকুল ইসলাম
বাংলাদেশ সুপ্রিম
কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ,
ঢাকা

বিরল কিছু মানুষ স্বকীয়তার কারনে মহীয়ান হয়ে ওঠেন যাদের আমরা সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখি। গায়ক সম্রাট মরহুম আব্বাস উদ্দিন সাহেবের সুযোগ্য জেষ্ঠ্য পুত্র বিচারপতি মোস্তাফা কামাল ঠিক সে রকম একজন।

বাবা-মার কাছে শুনেছি বিচারপতি মোস্তাফা কামালের পরিবারের সাথে তাঁদের ঘনিষ্টতা বহুদিনের। আমার বয়স যখন নয় অথবা দশ ঠিক মনে নেই মা কবি জাহানারা আরজু ও বাবা বিচারপতি নূরুল ইসলাম সাহেবের সাথে প্রথম আমি আব্বাস উদ্দিন সাহেবের পল্টনের বাড়ি হিরামন মঞ্জিলে যাই। সেখানেই প্রথম দেখি ব্যারিষ্টার মোসÍফা কামালকে। যতদূর মনে পড়ে সঙ্গীত নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল। সেখানে তাঁর হাস্য-রস এবং কৌতুক আমার শিশু মনে দাগ কেটেছিল। পরবর্তিতে আমাদের র‍্যাংকিন ষ্ট্রীটের বাড়ি কবিতাংগনে সাহিত্য-সঙ্গীতের আসরে সকলের অগোচরে তাঁকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করতাম।

এর অনেক পরে আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন শাস্ত্রে অনার্স ও মাস্টার্স (এল, এল, এম) করে হাইকোর্টে কাজশুরু করেছি তখন ঢাকা ল রিপোর্টে রাষ্ট্র বনাম আব্দুল করিম ৩৭ ডি, এল, আর, (১৯৮৫) ২৬ একটি মামলার রায় আমার দৃষ্টি আকর্ষন কয়েকটি ছিল আদালত অবমাননা সংক্রান্ত। উপজেলা পদ্ধতি তখন সবেমাত্র শুরু হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং মুন্সেফ (বর্তমানে *Assistant judge*) এর মধ্যে বিরোধকে কেন্দ্র করে ঐ আদালত অবমাননা মামলাটি হয়েছিল, বিচারপতি মোস্তাফা কামাল তাঁর রায়ে লিখলেন আমাদের কখনই ভুললে চলবেনা এই উপজেলা পদ্ধতি একটি সদ্যজাত কনসেপ্ট আর মুন্সেফের বিচারিক কার্য্যক্রম শত বৎসর উদ্ধের এক ব্যবস্থা।

কী করে একজন উপজেলা নির্বাহি অফিসারের এত ঔদ্ধ্যত্ব হয় একজন মুন্সেফের সাথে এহেন আচারণ করার। এটা অবশ্যই ধৃষ্টতা এবং স্পষ্টতই আদালতের অবমননা। উনি রায়ে উল্লেখ করেলেন,

"Upazilla administration is still a new and evolving concept, but the place that a Munsif occupies in the judicial hierarchy is not a concept. It is generally known to our people, used as they are in the functioning of an independent judiciary ***for upwards of a century****, that the Munsif is the lowestlevel representative of an independent organ of the State. Our people have not seen and are not used to seeing a pliable or a committed judiciary. The sight of an executive head lecturing a member of the judiciary in the open Court and creating hindrances in smooth functioning is too much to be allowed with impunity…… We cannot stand as a silent spectator to this unwarranted assault on the dignity of a Court of Law and to a blatant interference with the administration of justice at the lowest level. The arms of law are long enough to reach a contmner who acts in contumacious disregard of the dignity of a Court of Law."*

ঐ মূহুর্তেই নতুন করে আবিস্কার করলাম এই দ্যুতিময় মানুষটিকে। এর পরের অধ্যায় শুধু নিরবচ্ছিন্ন ক্ষুরধার আইনী ব্যাখ্যার ধারাবাহিকতা। একের পর এ চমৎকার বস্তুনিষ্ঠ সব রায় দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। এক্ষেত্রে কয়েকটি রায়ের উল্লেখ না করলেই নয়।

আমাদের সংবিধান অনুচ্ছেদ ১০৪ এর মাধ্যমে শুধুমাত্র আপিল বিভাগকে সম্পূর্ণ ন্যায় বিচার (*complete justice*) নিশ্চিত করার ক্ষমতা দিয়েছে। আমার জানামতে ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ বনাম নাসরিন বানু ৪৮ ডি, এল, আর, (এডি) (১৯৯৬) ১৭১ মামলায় বিচারপতি কামাল সর্বপ্রথম *complete justice* এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এইভাবে -*"We have done this exercise "for doing complete justice" under Article 104 of the Constitution. But what is "complete justice?" The words do not yield to a precise definition. Cases vary, situations vary and the scale and parameter of complete justice also vary. Sometimes it may be justice according to law, sometimes it may be justice according to fairness, equity and good conscience, sometimes it may be in the nature of arbitration, sometimes it may be justice tempered with mercy, sometimes it may be pure commonsense, sometimes it may be the inference of an ordinary reasonable man and so on. This Court has done this exercise in varying circumstance applying varying principle in various cases.Ó ডঃ মহীউদ্দিন ফারুক বনাম বাংলাদেশ ৪৯ ডি, এল, আর, (এডি) ১৯৯৭১, অসাধারণ এক রায়ে তিনি আমাদের সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের* "Locus Standi" *এর পরিবর্তে কি হবে সেটার বিধদ এবং বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি বললেন –In Bangladesh an unnoticed but quiet revolution took place on the question of locus standi after the introduction of the Constitution of the People's Repuboic of Bangladesh in 1972 in the case of Kazi Mukhlesure Rahman vs. Bangladsesh, 26 DLR (SC) 44, decided on September 3, 1974.....With the power of the people looming large behind the constitutional horizon it is difficult to conceive of Article 102 as a vehicle or mechanism for realizing exclusively individual rights upon individual complaints. The Supreme Court being a vehicle, a medium or mechanism devised by the Constitution for*

the execise of the judicial power of the people on behalf of the people, ***the people will always remain in the focal point of concern of the Supreme Court*** *while disposing of justice or propounding any judicial theory or interpreting any provision of the Constitution. Viewed in this context interpreting the words "any person aggrieved" meaning only and exclusively individuals and excluding the consideration of the people as a collective and consolidated personality will be a stand taken against the Constitution. There is no question of enlarging locus standi or legislation by Court..... From the language used in Article 102(1) of our Constitution, 'any person aggrieved' may move the High Court Division for enforcement of fundamental right conferred by Part III of the Constitution. Under Article 102(2)(a), the High Court Division may make an order on the application of any 'person aggrieved' in the nature of mandamus, prohibition and certiorari except for and application for habeas corpus or quo-warranto."*

পবিত্র কোরাআন শরীফের ব্যাখ্যা দেয়ার যোগ্যতা কার হতে পারে, সে সম্পর্কে তিনি হেফজুর রহমান বনাম শামছুর রহমান ৫১ ডি, এল, আর, (এডি) (১৯৯৯) ১৭২ মামলায় দিক নির্দেশনা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন - ***Then comes the question of competence or incompetence of persons to interpret the Holy Quran*** *..... A person who ventures to interpret the Holy Qur-an (1) shall be a Muttaqi (2) must have a wide knowledge of hadith in connection with the Prophet's (S) interpretation of the Holy Qur-an and with the statements of his sahabis (connections) and their successive companious (3) have a knowledge about those parts of the Holy Qur-an which have been repealed or substituted (4) have a knowledge about the significance of each Ayat (5) have a knowledge about Ilmul Kirat (6) have a profound knowledge of the Arabic language, grammar diction, etc. as the Holy Qur-an was revealed in the Arabic language (7) must have a thorough knowledge of all the major commentaries and works of different schools of thought, (8) must be a faqih and other qualifications as well, not necessarily limited to and special preserves of Ulemas. All these qualifications follow either from the Holy Qur-an or from Hadith and dedicated and knowledgeable Muslim interpreters of the Holy Qur-an. We do not question the competence of the learned Judges of the High Court Division or of the learned Advocates who addressed us to interpret the Holy Qur-an, but we ourselves are not sure about, our own competence in the matter and are approaching the subject by force of circumstances with a great deal of trepidation in our hearts, lest we commit mistakes unknowingly, for which we beg Almithty Allah's forgiveness in advance."* উনি আমাকে সবসময় বলতেন সব সময় বস্তুনিষ্ঠ এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্য কোর্টে পেশ করবে, পাঁচটি বাক্যে যে ভাব প্রকাশ করা যায় সেটা যদি একটি বাক্যে প্রকাশ করতে পারো সেটাই তোমার কতিত্ব। তিনি আমায় আরও বলেছিলেন একজন আইনজ্ঞকে জীবনে অনেক মামলা করতে হয় কিন্তু একটি বা দুইটি মামলা যেমন তাকে স্মরনীয় করে একইভাবে একজন বিচারকের দেয়া অসংখ্য রায়ের মাঝে একটি কি দুইটি রায় তাঁর চির স্মরনীয় করে রাখে। আমি অবলীলায় বলতে পারি বিচার বিভাগকে শাসন থেকে পৃথক করার ক্ষেত্রে বিচারপতি মোস্তফা কামালের দেয়া মাজদার হোসেন মামলার ২০ বি এল ডি (এডি)(২০০০) ১০৪ রায়টি তাঁকে চির স্মরনীয় করে রাখবে। ওটি একটি মাইল ফলক। ব্যাক্তিগত

আলাপচারিতায় কোন একদিন তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম- কী ভাবে আপনার প্রতিটি রায় এত ছন্দময় এবং সংক্ষিপ্ত হয়? উনি বলেছিলেন কাজটি খুবেই দুরুহ। রবি ঠাকুর এজন্যই বলেছিলেন- ***Ó***সহজ কথা বলতে আমায় কহ যে সহজ কথা যায়না বলা সহজে***Ó***

তাঁর অপূর্ব বাগমিতা আমার কাছে আর এক বিস্ময়। সহজ, সাবলিল এবং রস উদ্দিপক উপস্থাপনায় বাগমিতা তোলেন যেকোন আসর। ভীষন ***positive*** ব্যক্তিতের মানুষ তিনি। প্রধান বিচারপতি হওয়ার পর সুপ্রীম কোর্ট আর এ্যাসোসিয়েশনের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষনে দৃঢতার সাথে তিনি বললেন আমি কিছু কাজ করব, আপনাদের সেগুলো ধরে রাখতে হবে। মাত্র ৬ মাসের কিছু বেশী সময় বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ওই স্বল্প সময়ে তিনি করেছেন যা বিস্মৃত হবার নয়। সুপ্রীম কোর্ট প্রঙ্গনের আমূল পরিবর্তন করলেন তিনি। কোর্টের অভন***Í***্যরীন শাষন অব্যবস্থাকে কঠোর নিয়মের মধ্যে আনলেন। ঐ সময় থেকে তাঁর নির্দেশে বেঞ্চ অফিসাররা কোর্ট-টাই পরতে শুরু করেন যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। কোর্ট ও মাজার প্রাঙ্গনে ঘেঁষে গড়ে ওঠা বৈধ স্থাপনা সমূহ রাতারাতি উঠিয়ে দেন। কোর্টের বিভিন্ন সেকশনের কার্যক্রম সরাসরি পর্যবেক্ষনের ব্যাবস্থা করেন।

তিনি বলতেন জীবনের প্রতিটি মূহুর্ত আবিস্কারের, পেছনে ফিরে তাকানোর সময় কোথায়। একটি বইয়ের নাম দিয়েছেন ***Ó***আমার বলা কিছু কথা***Ó*** যতদিন আইনের সুশাসন অব্যাহত থাকবে, যতদিন আইনের পঠন-পাঠন, চর্চা চলবে তাঁর বিচক্ষন আইনের ব্যখ্যা সময়ের প্রয়োজনে সত্যিই কথা বলে যাবে। এইসব কিছু নিয়েই আমার ভীষণ প্রিয় মানুষটি বিচারপতি মোস্তফা কামাল।

-------☼-------